দিন আসবে

BANGLADARSHAN.COM

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যাবার আগে

ঘুমুলে তোমাকে দেব মাঝে মাঝে
হঠাৎ দেখা।
দিও না দরজা। বাইরে রেখো না
আমাকে একা।

আঁধারে তোমাকে নীরবে দেখব
নয়ন ভ'রে।
বিদায়ের আগে এঁকে দেব চুমো
দুই অধরে॥

BANGLADARSHAN.COM

কারখানা

নিচে কারখানা।
আকাশে মেঘের মত ধোঁয়া।
লোকগুলো সাদাসিধে
একঘেয়ে বেয়াড়া জীবন।
মুখোস পড়েছে খসে',
রং গেছে চটে'–
জীবনকে মনে হয়
যেন দাঁত-খিঁচোনো কুকুর।

কিছুতে ছেড়ো না হাল, লেগে থাকো–
নেই দম ফেলবার সময়।
লোম খাড়া করে আছে
ক্রুদ্ধ জানোয়ার–
দাঁত থেকে তার
তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে হবে।

BANGLADARSHAN.COM

চাকায় জড়ানো বেল্ট ঠাস্ ঠাস্ শব্দ করে,
ক্যাঁচর কোঁচর শব্দে
মাথার উপরে শ্যাফ্ট্ ঘোরে।
বদ্ধ ঘরে খেলে না বাতাস,
বুক ভ'রে
মেলে না নিশ্বাস।

বাইরে তাকিয়ে দেখ
বসন্তের হাওয়া
দোলায় মাঠের ধান
হাতছানি দিয়ে ডাকে রোদ,
আকাশে হেলান দিয়ে গাছ
ছায়া ফেলে
কারখানা-প্রাচীরে।

অনাদরে দূরে ঠেলা
আদিগন্ত মাঠ–
কোনদিন কি ছিল চেনা?
মনেও পড়ে না।
আকাশ নিক্ষিপ্ত হল আস্তাকুড়ে,
স্বপ্ন ছিল–
তাও।
কেননা তোমার চোখ
যন্ত্রে থাকবে আঁটা,
মন উড়ু-উড়ু হলে মুহূর্তের ভুলে
হাত যাবে উড়ে।

চিৎকারে ডোবাতে যদি পারো
যন্ত্রের ঘর্ঘর শব্দ,
যদি তুমি তুলতে পারো গলা
মেশিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে–
তাহলে শোনাতে পারো কথা।
BANGLADARSHAN.COM
তারস্বরে আমার চিৎকার
সেই কবে থেকে–
অনাদি অনন্তকাল ধ'রে।...
কারখানা,
কলকব্জা
এবং দূরের ঐ
অন্ধকার ঘুপ্‌চির মানুষ–
শুনেছি সবাই নাকি সমস্বরে করেছে চিৎকার।
এ চিৎকারে তৈরি হওয়া ইস্পাতের পাতে
আমাদের হাতে
কঠিন দুর্ভেদ্য বর্মে আবৃত জীবন।
এই যজ্ঞে একবার বাধা দিয়ে দেখ–
আগুনে নিজের হাত নিজেই পোড়াবে।

হে কারখানা!
আমাদের চোখ বুঝি বেঁধে দিতে চাও
ধোঁয়া আর ঝুলকালি দিয়ে?
বৃথা চেষ্টা!
কারণ, তোমারই কাছে
শিখেছি সংগ্রাম করতে।
আমরাই এ মাটিতে
ডেকে এনে বসাব সূর্যকে।

খেটে খেটে কত লোক হাড় কালি ক'রে
তোমার শাসনে জ্বলে পোড়ে,
সহস্র বক্ষের হৃদ্‌স্পন্দনে তবুও
দেখি তালে তাল দেয়
তোমার হৃদয়॥

BANGLADARSHAN.COM

ছবিঘর

দরজায় ভিড় খুব,
আলো প'ড়ে
দেয়ালে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে পোস্টার।
হরফগুলো
বড় গলায় বুক ফুলিয়ে বলছে:
'এস, দেখ মানুষের জীবননাট্য।'
দরজায় ভিড় খুব।
আর আমার হাতের চেটোয়
ঘেমে নেয়ে উঠছে
নিকেলের ওপর ছাপা রাজার মুখ

অন্ধকার হলে
শাদা চৌরস পর্দায়
ঘুম ঘুম চোখে হাই তোলে
মেট্রোগোল্ডউইনের সিংহ।
তারপর দুম ক'রে একটা রাস্তা,
রাস্তার দুপাশে জঙ্গল
আর মাথার ওপর যত দূর দেখা যায়,
নীল তকতকে আকাশ।

রাস্তার ঠিক বাঁকের মুখে
কলিশন হয়
চিকন চিকন দুটি গাড়িতে।
একটিতে আমাদের নায়ক
আরেকটিতে নায়িকা।
ভদ্রলোক
তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে নেমে
কাঠ-কাঠ হাতে
ভদ্রমহিলাকে যন্ত্রবৎ কোলে তুলে নেন।
ধোঁয়া-ধোঁয়া দৃষ্টিতে

BANGLADARSHAN.COM

ভদ্রমহিলা আস্তে আস্তে চোখ মেলেন,
চোখের পাতাদুটো থর থর ক'রে কাঁপে।
তারপর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে।
হায় হায়!
রূপ যেন সারা অঙ্গে ফেটে বেরোচ্ছে।

গাছের ডালে ব'সে
কোকিলের গান থাকতেই হবে,
পাতার ফাঁক দিয়ে
চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়বে নিথর নীলিমা,
আর কাছেই কোমল তৃণশয্যা
থেকে থেকে চোখ টিপে ডাকবে।

তেল-চক্‌চকে জন্‌
গ্রেটার মুখে চক্‌ চক্‌ ক'রে চুমো খেল।
তার কামুক ঠোঁটে ফুটে উঠল
লোলুপ লালসা।...

BANGLADARSHAN.COM

বাস্‌, বাস–
খেল্‌ খতম্‌ করো, থামো
এর কোন্‌ জায়গায় আমাদের জীবন?
কোথায় নাটক?
আমি এর কোন্‌ জায়গাটায় আছি বলো
আমার মেরুদণ্ডে গুলিভরা বন্দুকের নল ছুঁইয়ে রেখেছে
বিস্ফোরক সময়।

আমাদের বুকের ভেতরটা ধোঁয়ায় ভর্তি,
আমাদের ফুসফুসে যক্ষ্মা–
প্রেমেই পড়ি
আর বিপদেই পড়ি
গোবরগণেশ হওয়া আমাদের কুষ্ঠিতে লেখে নি।

আমরা কি চিকন চিকন গাড়িতে ক'রে যাই
মনের মানুষের সঙ্গে

মিলতে?

আকণ্ঠ ধোঁয়ার মধ্যে
ঝুলকালি মেখে
যন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে
যখন আমরা কাজ করি–
আমাদের জীবন
ভালবাসা তখনই জাগে।

তারপর আসে বিবর্ণ জীবন,
টিঁকে থাকার জন্যে সংগ্রাম,
ভালবাসা অস্পষ্ট স্বপ্ন–
রোজ রাত্রে ছেঁড়া মাদুরে একপাশে এককাত হয়ে শুয়ে
নিজের অজান্তে
আস্তে আস্তে বিছানার সঙ্গে মিশে যাই
তারপর মরি।

BANGLADARSHAN.COM

জীবনের এই হল চেহারা।
নাটক যা
তা এরই মধ্যে।
আর যা কিছুই বলো–
সব মিথ্যে॥

বাড়ি তুলব

গোঁথে তুলব আমরা এক ইমারত, প্রকাণ্ড বিশাল একটা বাড়ি।
বাড়ির দেওয়াল হবে কংক্রিটের।
ইস্পাতের কড়িকাঠে তৈরি হবে বাড়ির কাঠামো।
আমরা যারা সাধারণ লোক
মেয়ে ও পুরুষ হাত ধরাধরি ক'রে
গড়ে তুলব বাড়ি–
মহানন্দে বাসা বাঁধবে সেখানে জীবন।

থাকি আমরা দম-বন্ধ করা
খোলার বস্তিতে।
আমাদের ছেলেপুলেগুলো
দেখতে পায় না রোদ্দুরের মুখ,
অকালে হারায় প্রাণ বিসাক্ত হাওয়ায় শ্বাস টেনে।
এ পৃথিবী বন্দীশালা।
ক্ষেতে-কলে কাজ-করা
হে আমার দেশের মানুষ,
থামো! আর কিছুতেই নয়।
এসো আমরা গড়ি সেই বাড়ি
জীবন যেখানে বাঁধবে বাসা।

আমাদের ছেলেপুলেগুলো
অন্ধকার ঘরে
দুর্গন্ধে নিশ্বাস আট্‌কে মরে।
আর আমরা কী নির্লজ্জ! কিছুই বলি না–
নিষ্ঠুর ক্লীবত্বে থাকি বুকে হাঁটু গুঁজে।
বিদ্যুৎকে তারে বেঁধে কে পাঠালো?
সেও তো আমরাই–
আমাদের রক্ত সেই তার বেয়ে
জীবনে জোগায় শক্তি। জীবনই আবার
আমাদের ঠেলে ফেলে! হেঁচ্‌ড়ে হেঁচ্‌ড়ে নিয়ে যায় টেনে–

BANGLADARSHAN.COM

আমরা বোবার মত শুধু চেয়ে থাকি।
পাথরে বিঁধিয়ে নখ—গ্রানিট্ পাথরে
আমরা সুড়ঙ্গ খুঁজি পাহাড়ের গায়ে।
আমরা ঘিরেছি সারা পৃথিবীকে ইস্পাতের রেলে,
আমরা রাখি পৃথিবীর পেটের খবর
ভূগর্ভের গুপ্তধন আমাদের জানা।
আকাশের গায়ে এরিয়ালে
ফুটে আছে রেখাচিত্র
শূন্য স্কাইস্ক্রেপারের চূড়া
বাড়ায় মেঘের রাজ্যে গলা,
আরো ঊর্ধ্বে
সমানে গর্জায় কালো ইস্পাতের পাখি।

ভাইবন্ধু, সাথীবৃন্দ।
আমাকে বুঝো না যেন ভুল;
আমার বিচারে জেনো অপরাধী নয়
এ যন্ত্রসভ্যতা।
BANGLADARSHAN.COM
আমি জানি বিলক্ষণ
এ প্রগতি আমাদের টুঁটি টিপে নেই।
গায়ে তার দেব না আমরা হাত
আমরা গড়ে তুলব বাড়ি।
প্রকাণ্ড বিশাল একটা বাড়ি।
বাড়ির দেয়াল হবে কংক্রিটের,
ইস্পাতের কড়িকাঠে তৈরি হবে বাড়ির কাঠামো
আমরা যারা সাধারণ লোক,
মেয়ে ও পুরুষে হাত ধরাধরি ক'রে
গড়ে তুলব বাড়ি—
মহানন্দে বাসা বাঁধবে সেখানে জীবন॥

একটি চিঠি

মনে পড়ে তোমার
সেই সমুদ্র?
যন্ত্রের সেই ঘর্ঘর?
আর উপকুলবাহী সেই জাহাজের
স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার খোল?
তখন আমরা পাগলের মত খুঁজছি–
কই, কোথায় ফিলিপাইনের তটরেখা?
ফামাগুস্তার মাথার ওপর
কই, কোথায় সেই তারার ঝাঁক?
এক জাহাজ লোক দূরদিগন্তের দিকে
ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে–
আস্তে আস্তে নিভে আসছে দিনের আলো–
গায়ে এসে লাগছে গ্রীষ্মমণ্ডলের মৃদুমন্দ হাওয়া।
তোমার মনে আছে?
তারপর একে একে সমস্ত আশা
শূন্যে মিলিয়ে গেল।
সদ্‌গুণে
আর মনুষ্যত্বে
দৈবে
আর দিবাস্বপ্নে
ভেতরকার বিশ্বাস বলতে কিছুই আর
আমাদের রইল না।
মনে আছে? কি রকম অতর্কিতভাবে
আমরা ধরা পড়েছিলাম জীবনের ফাঁদে?
আমাদের আক্কেল হল
ঢের পরে।
নিষ্ঠুরভাবে আমাদের হাত-পা তখন বাঁধা
খাঁচায় বন্দী জানোয়ারের মত

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের সতৃষ্ণ নয়নে
ঝিলিক দিচ্ছিল তখন কাতর প্রার্থনা
তখন আমরা কী ছেলেমানুষই না ছিলাম!
কী ছেলেমানুষ!...

কিন্তু...তারপর এক সময়ে
দুষ্ট ক্ষতের মত,
না, না, কুষ্ঠের মত
সব কিছু পচিয়ে খসিয়ে দিয়ে
আমাদের মনের মধ্যে শিকড় চালিয়ে দিল ঘৃণা।
তারপর সেই ঘৃণা বুনে চলল
শূন্যগর্ভ হতাশার নিষ্ঠুর জাল।

আর রক্তের মধ্যে বুকে হেঁটে চলল
তার পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠা ভয়।
কবেকার, সেই কোন্ কবেকার কথা সে সব।...
তখনও
মাথার ওপর চাঁদের হাট বসিয়ে
হেলেদুলে হাওয়ায় ভাসত সিন্ধুশকুনের দল
তখনও স্ফটিকের মত
ঝলমল ছিল আকাশ
আর শূন্যতা ছিল সীমাহীন নীল।
সন্ধ্যে নাগাদ
দিগন্তে বিলীন হত শুভ্র পাল
আর মাস্তুলগুলো মিলিয়ে যেত কোথায়
সেই কোন্ দূরে।
কিন্তু সে সব দেখব কী, আমাদের চোখ তখন অন্ধ।
আমার কাছে পুরনো হয়ে গেছে সেই অতীত,
আজ তার কোন দাম নেই–
তুমি আর আমি
একদিন আমরা ছিলাম একই জীবনের শরিক।

BANGLADARSHAN.COM

তাই আমার বিশ্বাসের কথা
তোমাকে আমি না বলে পারছি না;
কেন আজ মনে আমার এত সুখ–
আমি না ব'লে পারছি না।
আমার কপাল আমি ঠুকে ঠুকে ভাঙি নি–
নতুন জীবনই আমাকে ঠকিয়েছে,
আর আমার অন্তর্জ্বালাকে রূপান্তরিত করেছে
আজকের সংগ্রামে।
এই নতুন জীবনই ফিরিয়ে আনবে ফিলিপাইনের তটরেখা,
ফামাগুস্তার মাথার ওপর ফুটিয়ে তুলবে নক্ষত্রের ঝাঁক–
আবার আমরা ফিরে পাব সেই আনন্দ
আমাদের বুকের মধ্যে যা ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

কলকব্জার প্রতি
সমুদ্রের অন্তহীন নীলিমার প্রতি
আর গ্রীষ্মমণ্ডলের মৃদুমন্দ হাওয়ার প্রতি
আমাদের যে ভালবাসা একদিন মরে গিয়েছিল
সে ভালবাসা আবার প্রাণ পাবে।

BANGLADARSHAN.COM

এখন অন্ধকার।
ইঞ্জিনের ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দে
সামনে ঠেলছে
উষ্ণ নিশ্বাস।
আলেয়ার আলো আমার কী অসহ্য,
যদি জানতে–
যদি জান্তে
কী গভীরভাবে আমি ভালবাসি জীবনকে!
আমাদের মাথার চাড়ে খান্ খান্ হবে বরফ
–রাত্রির পর প্রভাতের মতই
আমি জানি, তা না হয়ে পারে না।
যেখানে হেঁট হয়ে আছে অন্ধকার দিগন্ত
সেখান থেকে সূর্য–

আমাদের, হ্যাঁ, আমাদেরই
রাঙা টুকটুকে
সূর্য
উঠে আসবে
ছোট্ট প্রজাপতির মতই
তার ঝাঁঝালো আলোয়
পাখা আমার পুড়ে যায় যাক,
আমি মুখ বুজে থাকব,
কেননা আমি জানি,
শত অভিশাপ শত অভিযোগেও
আমার মৃত্যু রদ হবে না

পৃথিবী যখন তার গা থেকে
অন্যায়ের ধুলোকাদা
সব ঝেড়ে ফেলেছে
যখন নব জন্ম হচ্ছে কোটি কোটি মানুষের,
ঠিক তখনই মৃত্যুকে বরণ করা
গানের মত–

হ্যাঁ, গানই তো॥

BANGLADARSHAN.COM

গ্রামবার্তা

রেডিওতে কে একজন
মেলাই তড়পাচ্ছে।
কাকে, বোঝাচ্ছে হে?

আমি জানি না।
তবে বোধহয়–দেশের পাঁচজনকে।

বকতে দাও,
ওকে তো বকবার জন্যই
মাইনে দিয়ে রেখেছে।

‘আপনাদের ভালোর জন্যেই
সরকার বাহাদুরের
ফৌজসিপাহী সব তৈরি–
এখন শুধু হুকুমের ওয়াস্তা।

BANGLADARSHAN.COM

‘নিপাত যাক শ্লোগান!
ফেলে দিন নিশান!

‘ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান
গোয়ালভরা গরু–
সুখের অন্ত নেই।’

কফিখানায় একজন লোক
আর থাকতে না পেরে থুথু ফেলল।
পা দিয়ে থুথুটাকে ধুলোর ওপর বেশ মাড়িয়ে দিল

তারপর চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে
বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল:
‘ভেবেছে হারামজাদারা আমাদের ওপর
খুব চাল চালবে।
আমরা সেই বান্দা কিনা!
ভগবান তো নিজের মুখেই বলেছেন–

দশের কথাই ভগবানের কথা।’
ক্ষিধেয় ভোঁচকানি-লাগা এক ছোকরা
শীতে হি-হি ক’রে কাঁপতে কাঁপতে বলল:

‘ঠিক বলেছেন,
উনিশ শো পনেরো সালেও
ঐ একই মিথ্যে কথা আপনাদের বলেছিল না?

‘তবে আজ এসে ওরা যদি
আমাদের মরতে বলে,
যদি বাধ্য করে
গুলির সামনে বুক পেতে দিতে–
তা’হলে, যার মাথায় গোবর পোরা
সেও স্বীকার করবে–
সময় এসেছে
এবার আমাদের যা বলবার আছে বলব।

BANGLADARSHAN.COM

‘আমাদের রুটি
আমাদের পোড়া কপালের চেয়েও কালো,
আমাদের তেলের পাত্রে
একফোঁটাও তেল নেই।

‘সুতরাং আমি মনে করি,
আমাদের একটাই শ্লোগান–
দমনরাজ নিপাত যাক!
সোভিয়েতের হাতে হাত মিলাও।’

মানব-বন্দনা

দুজনে তুমুল তর্ক,
এক ভদ্রমহিলা আর আমি।
কথাটা উঠেছিল
একালের মানুষ নিয়ে।

ভদ্রমহিলার
রগচটা তিরিক্ষি মেজাজ,
আমি শেষ না করতেই
মাটিতে দুমদুম ক'রে পা ঠুকে
তিনি জবাব দিচ্ছিলেন,
বোঝা মুস্কিল হচ্ছিল তার নালিশটা ঠিক কী,
তার মুখের সামনে দাঁড়ানো যাচ্ছিল না।

আমি বলে উঠলাম, 'দাঁড়ান! এই যে দেখছেন...'
কিন্তু আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই
রেগেমেগে তিনি বললেন,
'দোহাই আপনার, চুপ করুন তো!
আমি বলছি—মানুষকে আমি ঘেন্না করি
আপনার যুক্তিগুলি আপনি অপাত্রে ঢালছেন।

'কাগজে পড়েছিলাম
একজন লোক দা দিয়ে
তার নিজের ভাইকে
কুপিয়ে মেরেছিল।
তারপর ধোপদুরস্ত হয়ে গির্জায় গিয়েছিল
প্রার্থনা করতে
তাতে সে বেশ হালকা বোধ করেছিল,
একথা সে পরে বলেছে।'

শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল,
কেমন যেন দমে গেলাম।

BANGLADARSHAN.COM

সরল মনে আমি ভেবে দেখলাম,
বই-পড়া বিদ্যেয়
আমার তেমন দখল নেই,
তারচেয়ে একটা ঘটনার কথা
ধরা যাক।

মোগিলা ব'লে এক গ্রাম–
ঘটনাটা সেখানেই ঘটেছিল।
বাপের ছিল
কিছু লুকোনো টাকা।
ছেলে জানতে পেরে
জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছিল
তারপর গুমখুন করেছিল বাপকে।

কিন্তু মাসেক কাল কি
সপ্তাহখানেক পরে
ছেলেটা ধরা পড়ল।
আদালত জায়গাটা
কারো মামার বাড়ি নয়–
বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হল।
তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হল
কয়েদখানায়,
সেখানে তাকে দেওয়া হল,
নম্বর-মারা চাকতি আর লোহার সান্‌কি।
কিন্তু সেই জেলখানাতেই
অকপট সাচ্চা মানুষের
সে দেখা পেল।

একদিন কোন্ যাদুস্পর্শে
সে বদ্‌লে গেল জানি না,
জানি না
কোথা দিয়ে কী হল।
ব'কে ব'কে মুখে ফেনা তুলেও যা হয় নি–

BANGLADARSHAN.COM

তা সম্ভব হল গানের ভেতর দিয়ে।
একটি গানই তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল
তার নিয়তির নির্বন্ধ।
পেটে যখন দানা নেই
অভাবে মাথা যখন ঝিমঝিম করছে
একটি ভুল পদক্ষেপ হলেই
তুমি ডুবেছ।
‘বলীবর্দের মত
এখন তুমি বলির অপেক্ষায়,
যেদিকেই তাকাও,
তোমার চোখের সামনে নাচছে কসাইয়ে ছুরি।
জগৎটার এমনই লক্ষ্মীছাড়ার দশা,
জীবনটা বদ্‌লে গেলে বেশ হত...’

ব’লে সে আস্তে আস্তে
চাপা গলায়
গান ধরল।
BANGLADARSHAN.COM
তার সামনে মিষ্টি স্বপ্নের মত ভাসতে লাগল
জীবন।...
গান গাইতে গাইতে
স্মিথমুখে
সে ঘুমিয়ে পড়ল।...

বাইরে গলিতে কারা যেন
ফিস্ ফিস্ ক’রে কী বলল।
এক মুহূর্ত সব চুপ।
তারপর খুব সন্তর্পণে কে যেন দরজা খুলল।
জনকয়েক লোক। পেছনে জেলের একজন সেপাই।

তাদের মধ্যে একজন
বাজখাঁই গলায়
চেঁচিয়ে বলল–
‘ওহে চাঁদ, এবার উঠে পড়ো।’

অন্য যারা সঙ্গে এসেছিল
তারা ফ্যাকাসে দেয়ালটার দিকে মুখ ফিরিয়ে
ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

যে লোকটা এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল
সে বুঝতে পারল
তার আয়ু শেষ হয়ে গেছে।
অমনি সে তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল,
তারপর কপালের ঘাম মুছে,
বন্য বলদের মত
ঘাড় ফিরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

আস্তে আস্তে
লোকটার হুঁশ হল–
ভয় ক'রে কোন লাভ নেই
মরতে তাকে হবেই,
এক আশ্চর্য আলোয়
তার আত্মা উদ্ভাসিত হল।
'তাহলে রওনা হওয়া যাক, কী বলো?'
তার কথায় সকলে সায় দিল।

চলতে লাগল সে
বাকি সবাই তার পেছনে।
কী একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায়
তাদের গা
সিরসির করছে।
সেপাইটি তার মনকে এই ব'লে চোখ ঠারল,
'ব্যাপারটা এখন সুভালাভালি চুকে গেলেই হয়।'
বাছাধন, পালাবে কোথায়?

বাইরের গলিতে
ওরা চাপা গলায় কথা বলছে।
আনাচে কানাচে ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার।

BANGLADARSHAN.COM

হাঁটতে হাঁটতে তারা উঠোনে এসে পৌঁছল।
তখন মাথার ওপর
আকাশ আলো ক'রে ফুটছে নতুন সকাল।

লোকটা দেখল সকাল হচ্ছে,
দেখল আকাশে আলোর ঝর্ণাধারায়
স্নান করেছে একটি নক্ষত্র
আর সেইসঙ্গে মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলল
মানুষ হিসেবে তার
মারাত্মক
হিংস্র
অন্ধ
নিয়তি।

'আমার দিন ফুরিয়েছে,
এবার ফাঁসির দড়িতে ঝুলব।
তবু আমি বলব
এটাই শেষ নয়।
কেননা, এখানে জন্ম নেবে
গানের চেয়েও মধুর
ফাল্গুনের দিনের চেয়েও সুন্দর
একটি জীবন।...'

গানটার কথা মনে হতেই
কী একটা ভাবনার ঝিলিক খেলে গেল–
(তার চোখদুটো আগে থেকেই হাসছিল)
সারা মুখ এবার প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হল;
বুক টান ক'রে সে গাইতে শুরু ক'রে দিল।

এবার বলুন, আপনি এর কী ব্যাখ্যা দেবেন?
হয়ত বলবেন
লোকটার হিষ্টিরিয়ার ব্যামো,
মানসিক বিকারে ভুগছিল।

BANGLADARSHAN.COM

নিজের মর্জিমত যাহোক একটা কিছু খাড়া করতে পারেন–
কিন্তু না ব'লে পারছি না,
আপনি ভুল করছেন।

লোকটা এমন শান্তভাবে
এমন জলদ্‌গম্ভীর স্বরে
একটি একটি ক'রে
গানের কলি গেয়ে যাচ্ছিল
যে,

ওরা সব হাঁ ক'রে তার দিকে তাকিয়ে রইল
আর দুরু দুরু বুকে কড়া নজর রাখল
চোখে ধুলো দিয়ে যেন পালাতে না পারে।
গোটা কয়েদখানাটাই
ধরহরি কম্পমান হচ্ছিল ভয়ে,
অন্ধকার ত্রাহি ত্রাহি রবে
পালাচ্ছিল।
আকাশের তারাগুলো মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে
তারস্বরে
লোকটার জয়ধ্বনি দিচ্ছিল:
'সাবাস ভাই, বীর বটে।'

শেষটা জলের মত সহজ।
দড়িটা যেভাবে কাঁধের ওপর এসে পড়ল
তাতে পাকা হাতের ছাপ বোঝা যায়।
তারপরই মৃত্যু।
কিন্তু তখনও তার ব্যথায় বিকৃত
রক্তহীন নীল ঠোঁটে
গানের সেই কলিগুলো যেন লেগে রয়েছে।

এবার আমরা চলে এলাম শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে।
হে আমার পাঠকপাঠিকা,
আপনারাই বা কী মনে করেন?

BANGLADARSHAN.COM

এদিকে তো সেই ভদ্রমহিলা
ফোঁপাতে শুরু ক'রে দিয়েছেন,
এক সময় হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি চেঁচাতে লাগলেন

'কী ভয়ের কথা। ইস্ কী সাংঘাতিক!
আপনি এমনভাবে সব বলছেন
যেন নিজের চোখে দেখা!...'

এর মধ্যে ভয়ের কী আছে?
একটা লোক একটা গান গেয়েছিল–
সুন্দর একটা গান।
তাই না।

BANGLADARSHAN.COM

গর্কী

আমি কাজ করতাম এক কারখানায়
মাথার ওপর নিচু হয়ে ঝুলে থাকত
ঝুলমাখা আকাশ।
লোহাবাঁধানো থাবা দিয়ে
সেখানে আমাদের মেরে মেরে পাট করত
জীবন,
আর হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি দিয়ে
আমাদের কপালে ফেলত
বলিরেখা।

মানুষগুলোর মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগাতে,
যে মিথ্যেগুলো
জমে জমে
জগদ্দল পাথর হয়ে
তাদের বুকের ওপর
চেপে বসেছিল
সেই পাথর ভাঙতে
আমাদের কী সংগ্রামই না করতে হয়েছিল।

আমি কাজ করতাম এক কারখানায়
মাথার ওপর নিচু হয়ে ঝুলে থাকত
ঝুলমাখা
আকাশ,
সেখানে জীবন আমাদের মেরে মেরে পাট করত
আর দিনগুলো
মরচে-ধরা পেরেকের মত–
আমাদের মনগুলোকে এঁটে ধরত।
কিন্তু আমার মনে পড়ে, যখনই আমরা পড়তাম
‘নিচুতলা’
কিংবা

BANGLADARSHAN.COM

‘মা’

অমনি কারখানার তেলচিটে ছাদ ফুঁড়ে
দেখা দিত সূর্য–
আর আমাদের চোখগুলো
চক্‌চক্‌ ক’রে উঠত।

এঁদো গলিতে থাকা বস্তির মানুষগুলো
ঘষে ঘষে তুলে ফেলত
চিন্তার মরচে,
খুশি হত,
তারা কী খুশিই যে হত।...
আজ সকালে
আগওয়ালা এসে বলল
‘ভপৃৎসারভ’
স্টীম সব শেষ।
আমি চমকে উঠে
তার চোখের দিকে তাকালাম।
গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে সে
উপরতলায় চলে গেল।

তারপরই ঝড়ের বেগে এসে ঢুকল
লোহাঘরের মিস্ত্রি,
উত্তেজিত হয়ে জিগ্যেস করল:
‘তুমি কিছু জানো?’–তার গলা আরও চড়ল–
‘বুড়োর মরবার খবরটা সত্যি?’
আমার হাতপা হিম হয়ে গেল,
হঠাৎ মুখ বিষ ক’রে বললাম:
থাক,
আর দাঁত বার করতে হবে না।
ঠিক ক’রে বলো
কে মারা গেছে?’
নামটা শোনামাত্র আমি বাইরে বেরিয়ে গেলাম

BANGLADARSHAN.COM

ইঞ্জিন রুমের হাওয়ায়
আমার দম আট্‌কে আসছিল।
ঘরের মধ্যে জায়গা হচ্ছিল না
আমার বেদনার।
তার সুরের সঙ্গে
আমার সুর মিলছিল না।

আমার কানে এল
লোহাঘরের মিস্ত্রি কাকে যেন নিচু গলায় বলছে:
‘ভায়া, কী নিখুঁতভাবে গর্কী আমাদের জানতেন–
আমাকে, তোমাকে, আমাদের সবাইকে।
তিনি তোমাকে তাঁর কোন বইতে তুলে ধ’রে
বলবেন: এখান থেকে নড়তে পারবেনা।
তারপর তুমি পড়ে দেখ,
অবাক হয়ে যাবে
বইতে হয়েছে অবিকল তুমি।
BANGLADARSHAN.COM
‘কিংবা ধরো,
ঘরে তোমার কচি ছেলে।
সে পড়ছে
পড়ছে না ব’লে বলা যায়–বই হাতড়াচ্ছে।
তোমার পয়সা নেই
ধরো,
তোমার হাত খালি।
উনি বলবেন: নিশ্চয়,
শিশুরা যা মন চায়
তাই পড়বে।

‘মনে করো
বুকভরা জ্বালাযন্ত্রণা নিয়ে
তুমি বাড়ি ফিরলে,
আর সেই চাপা রাগ ফেটে পড়ল তোমার স্ত্রীর ওপর।
মুখ তুলে

ভুরুর নিচে দিয়ে
তোমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে
উনি জিজ্ঞেস করবেন:
কী, নুন আন্তে পানতা ফুরোয় বুঝি?'...

মিস্ত্রি যাকে বলছিল
সে মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে।
জীবনের বন্ধ দুয়ার
যেন হঠাৎ তার সামনে
হাট হয়ে খুলে গেল,
বরফের সে শক্ত ডেলাটা
এতক্ষণ তার বুকে আট্‌কে ছিল,

যেন মন্ত্রবলে সেটা মিলিয়ে গেল–
এখন তার কাছে
সমস্তই জলের মত পরিষ্কার।
আস্তে, খুব আস্তে শোনা গেল
সে বলছে:
'হ্যাঁ, একেই বলে সত্যিকারের মানুষ।'

BANGLADARSHAN.COM

স্পেন

কী ছিলে তুমি আমার কাছে?

কিছুই নয়
দূরের এক ভুলে-যাওয়া ভূখণ্ড,
অশ্বারোহী মল্লের
আর অভ্রভেদী মালভূমির দেশ।

কী ছিলে আমার কাছে?

তুমি সেই দেশ, যার মাটিতে ছিল
ঘর-জ্বালানো পর-ভোলানো এক নিষ্ঠুর ভালবাসা,
উঠত রক্তে নেচে যেখানে নেশার মত্ততা,
অসিতে অসি লেগে ফুল্‌কি।
যে দেশে ছিল
বাতায়নতলে প্রেমাকাঙ্ক্ষীর নৈশ গীতবাদ্য,
ছিল ক্রোধ, ভালবাসা।
ঈর্ষ্যা
ছিল উপাসনার স্তোত্র।

BANGLADARSHAN.COM

এখন তুমি নিয়তি আমার,
তোমার মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে জড়ানো
আমার জীবন, আমার ভূতভবিষ্যৎ।
আর কিছুতেই আলাদা হব না।

তোমার প্রত্যেকটি যুদ্ধজয়ে
আমি উদ্দীপ্ত হই, আনন্দে উৎসব করি।
আমার অটুট আস্থা তোমার যৌবনে, তোমার শক্তিমত্তায়
তোমার বাহুবলে মেলাই আমার বাহুবল।

তোলেদোর রাস্তায় রাস্তায়
মাদ্রিদের শহরতলীতে

মেশিনগানের ছাউনিতে ছাউনিতে
জয়ের লক্ষ্যে ঘাড় গুঁজে আমি লড়ছি।

গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে অদূরে পড়ে রয়েছে
সুতীর শার্ট গায়ে-দেওয়া এক মজুর।
চোখের ওপর টেনে দেওয়া তার টুপিটা থেকে
অনর্গল গড়িয়ে পড়ছে উষ্ণ রক্ত।

তার মুখের দিকে চোখ পড়তেই
চম্‌কে উঠলাম। লোকটা আমার বিশেষ চেনা
একটা সময়ে একই কারখানায়
আমরা কাজ করেছি।

আমাদের কাজ ছিল চুল্লীর আগুন
খুঁচিয়ে গন্‌গনে ক'রে তোলা।
আমাদের কাঁচা বয়সের স্পর্ধিত বাসনার সামনে
বাধা বলতে কিছুই ছিল না।

BANGLADARSHAN.COM

লোকটাকে হঠাৎ চিনতে পেরে
ধমনীতে আমার
নিজেরই রক্ত গুঞ্জন ক'রে উঠল।

ঘুমাও, যুদ্ধের সাথী আমার! শান্তিতে ঘুমাও।
রক্তরাঙা নিশান আজ গোটানো থাক–
তবু আমার ধমনী বেয়ে তোমার রক্ত
একদিন সারা পৃথিবীর মানুষকে নাড়া দেবে।

গ্রামে কারখানায় শহরে রাজ্যময়
তোমার রক্তের ঢেউ গিয়ে লাগছে;
ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে কানে কানে মন্ত্র দিচ্ছে,
উৎসাহের বান ডাকিয়ে বলছে: দেখিয়ে দাও–

মজুরের জাত কখনও দমবার পাত্র নয়–
তারা এগিয়ে যাবে, কারো সাধ্য নেই ঠেকায়।

বুক বেঁধে তারা কাজ করবে, তারা লড়বে,
রক্ত ঢালবে মানুষ যাতে স্বাধীন হয়।

আজ তোমার রক্তে উঠছে প্রতিরোধের দেয়াল,
আমরা সাহসে বেঁধে নিচ্ছি আমাদের বুক
আর বেপরোয়া উল্লাসে ঘোষণা করছি–
'মাদ্রিদ্ আমাদের!
আমাদেরই মাদ্রিদ!'

বন্ধু, তুমি ভাবনা ক'রো না–
দুনিয়া আমাদের।
এই বিস্ফারিত বিশ্বজগৎ
আমাদেরই!
বিশ্বাস রাখো, আমাদের ভরসা করো
দক্ষিণের এই আকাশের তলায়
তুমি শান্তিতে ঘুমাও॥

BANGLADARSHAN.COM

দ্বৈরথ

হাত আমাদের ধরা
শক্ত পাঞ্জায়।
আমার হৃদ্‌পিণ্ড থেকে
চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত,
আর ক্ষয় হচ্ছে তোমার শক্তি।
তারপর?
তারপর আর কী–
একজন হেরে ঢোল হবে, চিৎপটাং হয়ে পড়বে
মাটিতে।
সে একজন হলে
তুমি।

বিশ্বাস হয় না? ভয় নেই বুঝি?
জেনে রাখো,
পর পর প্রত্যেকটা চাল আমার ভাবা।
আমার বাহুতে বল দিচ্ছে
আমার হৃদয়।
ক্রুর নৃশংস, হে জীবন–
তুমি হারবে।

এই আমরা প্রথম লড়ছি না, তুমি জানো।
সেই কবে শুরু হয়েছে আমাদের দ্বৈরথ–
তারপর কত দিন,
কত দীর্ঘদিন ধ'রে মরীয়া হয়ে আমরা লড়েছি
আমাদের হাত
ধরা থেকেছে পাঞ্জায়।
তোমার মুষ্টিবদ্ধ হাতের হিংস্র আঘাত
আমি কখনই ভুলব না।

খনিতে প্রচণ্ড শব্দে গ্যাসের বিস্ফোরণ হল,

BANGLADARSHAN.COM

মাথার ওপরে
স্তবকে স্তবকে কয়লা ভেঙে
চাপা পড়ল পনেরোটা মানুষ।
পনেরো জন
জীবন্ত
কবর।
তার একজন
আমি।

কুলিবস্তির একটা ঘরের সামনে
পড়ে রয়েছে বন্দুক।
তার নলের মুখে ধোঁয়া তখনও লেগে,
শবদেহটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হচ্ছে।

কোন চেঁচামেচি নেই,
কোন সোরগোল নেই
একটি বুলেট, ব্যাস!
তারপর—আস্তাকুঁড়ের ময়লা
মরে যাওয়াটা যেন কিছুই নয়

লড়াই নেই,
বাঁচার ব্যগ্রতা নেই,
নেই ছটফট করা

জানো তুমি
সে কে?
সে হল
আমি।

বৃষ্টির জলে ধোয়া ফুটপাথে,
একজন মুখ থুবড়ে প'ড়ে।
গুলি এসে লেগেছিল আড়াল থেকে।
বারুদ-ঠাসা আকাশটা যেন
চৌচির হয়ে ভেঙে পড়ল চৌমাথার চকে।

BANGLADARSHAN.COM

সেখানে রক্তে ভাসছে
ঐ যে লোকটা–
আমারই ভাই সে,
তার নিষ্পলক চকচকে চোখে
ভালবাসা আর ঘৃণার
আগুন।

তার আততায়ী
ঘৃণিত সেই দুর্বৃত্ত
দেখতে না দেখতে
হাওয়া হয়ে গেল।
সেই খুনী বদমাশটাকে তোমার মনে আছে?
সে
আমি।

প'রীর ব্যারিকেডে যে শিশুটি প্রাণ দিয়েছিল
তাকে মনে পড়ে?
মৃত্যু বরণ করেছিল সে
কালান্তক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে
তার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত
আস্তে আস্তে
ইস্পাতের মত ঠাণ্ডা হল।
তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে
তখন তখন ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল
একটুখানি হাসি।

ঠোঁট নীল হলেও
তখনও তার চোখ
উৎসাহে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল,
তার চোখ যেন গাইছিল,
'লিবার্তে শেরি!'

BANGLADARSHAN.COM

গুলিবদ্ধ শিশুটি
যেমন তেমনিই
পড়ে থাকল–
হিমার্ত মৃত্যুর দখলে।
জানো তুমি
সে কে?
সে
আমি।

কুয়াশার যে রাজ্যে যেতে
পাখিদেরও সাহসে কুলোয় না
আকাশের মেঘ ফুঁড়ে সেখানে উড়ে গেল
আনন্দে
নেচে নেচে
একটি ইঞ্জিন–
তোমার মনে পড়ে?

BANGLADARSHAN.COM

তার পাখায় চিরে চিরে গেল
হিমশীতল যবনিকা,
আর বদল হল পৃথিবীর কক্ষপথ,
গ্যাসোলিনের বাষ্প বিস্ফোরণে
প্রগতির পথ প্রশস্ত হল।
যে ইঞ্জিন মহাশূন্যে গান গায়
তা আমারই হাতের তৈরি,
আমার প্রাণের তুল্য
ইঞ্জিনের গান।
কম্পাসের কম্পিত কাঁটায়
আঠার মত লেগে ছিল
যার বিচক্ষণ দৃষ্টি,
যে লোকটা
সুমেরুবৃত্তের জমাট বরফ ভেদ ক'রে
কুয়াশা পায়ে ঠেলে

দুরন্ত সাহসে এগিয়ে গিয়েছিল
সে কে
তুমি জানো?
সে
আমি।

আমি কাছে
আমি দূরে
আমি সব জায়গায় আছি।
আমি উদয়াস্ত খাটি টেক্সাসের কলে,
আমি মাল বই আলজেরিয়ার বন্দরে,
কিংবা গান বাঁধা কাজ আমার
আমাকে সব জাগাতেই পাবে।

ভ্রূকুটি ভরে তাকানো
পাজির পা-ঝাড়া,
নীচাশয়
হে জীবন।
তুমি কি মনে করো জিতবে?
জলছি
আমি,
জলছ তুমি,
আমরা দুপক্ষই
ঘেমে নেয়ে উঠেছি।

কিন্তু তুমি ফুরিয়ে ফেলছ তোমার শক্তি।
যতই দুর্বল হচ্ছ,
যতই তোমার শেষ ঘনিয়ে আসছে,
ততই তুমি হিংস্র আক্রোশে
আমাকে দিচ্ছ দংশনের জ্বালা,
হয়ত
আসন্ন মৃত্যুরই ভয়ে।...

BANGLADARSHAN.COM

তাহলে

তোমাকে সরিয়ে দিয়ে

সে জায়গায়

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে

সকলে হাত ধরাধরি ক'রে

আমরা গড়ে তুলব

আমাদের মনের মতন

ঠিক যেমনটি দরকার

তেমনি

জীবন–

সে জীবন

কতই না সুন্দর হবে!

BANGLADARSHAN.COM

দিন আসবে

এই আমি–
এই নিই হাওয়ায় নিশ্বাস
কাজ করি,
প্রাণের প্রাচুর্যে থাকি বেঁচে,
নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে।
আমার কবিতা যাই লিখে।
জীবনের ভ্রূকুটির চোখে
চোখ রাখে কটাক্ষ আমার।
আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে
জীবনের সঙ্গে আমি যুঝি।
জীবনের সঙ্গে থাক যতই বিবাদ–
ভুলেও ভেবো না
আমি করি জীবনকে ঘৃণা।
বরং উল্টোটা সত্য–
মরে যাই সেও ভালো
তবু চাইব
জীবনের বাঘনখ
আমাকে জড়াক বাহুডোরে!
যদি কোনোদিন
আমাকে ফাঁসির মঞ্চে তুলে
গলায় দড়ির ফাঁস পরাতে পরাতে
জল্লাদেরা বলে:

“প্রাণে যদি শখ থাকে আরও এক ঘণ্টা বাঁচতে পারো”

তক্ষুনি চিৎকার ক’রে বলে উঠব:

‘খুলে দাও
খুলে দাও শয়তান কাঁহাকা!
ছুটে এসো–
খুলে দাও দড়ি।’

BANGLADARSHAN.COM

জীবনের জন্যে যদি হয়–
আমাকে যে কাজ দেবে
নেব মাথা পেতে
আকাশে পরীক্ষা নেব প্রাণ হাতে ক'রে
বিমানযন্ত্রের।
খুঁজব নতুন গ্রহ যা অদৃষ্ট আজো–
মহাকাশে
ছুটে যাব
একা–
রকেটের প্রবল গর্জনে।

মুখ তুলে
চেয়ে থাকব
তখনও আকাশে–
বিস্মিত পুলকে।
জীবন তখনও দেবে
আনন্দের দোলা–
তখনও রোমাঞ্চকর হয়ে থাকবে
এ মাটিতে এই বেঁচে থাকা।

কিন্তু দেখ,
যদি তুমি হাত দাও
আমার বিশ্বাসে,
রাগে আমি অন্ধ হব
আহত বাঘের মত
আক্রোশে লাফিয়ে পড়ব ঘাড়ে।

কেননা বিশ্বাস গেলে
কিছুই থাকে না।
যদি খোয়া যায় এককণাও বিশ্বাস
থাকি না আমাতে আর আমি।

BANGLADARSHAN.COM

সহজ কথায় বললে
কথাটা দাঁড়ায়–
আমার বিশ্বাস গেলে খোয়া
আমিই থাকি না।
এ রাত প্রভাত হবে;
দিন আসবে,
জীবন সুখের দেখবে মুখ,
পরিণামদর্শী হবে
অভিজ্ঞ জীবন

–মন থেকে আমার বিশ্বাস
চাও তুমি মুছে দিতে?
বুলেটে
ওড়াবে?

কী দরকার!
বৃথাই খরচ হবে গুলি।

BANGLADARSHAN.COM

আমার বুকের বর্মে ঢাকা
বিশ্বাস আমার।
আমার বিশ্বাস ভাঙবে
তেমন বুলেট
ত্রিভুবনে নেই।

স্মৃতি

আমার কাজের সঙ্গীটিকে
মনে পড়ে
–কী ভালো যে ছিল সে ছেলেটি।

দোষ তার একটাই ছিল শুধু কাশত।
কাশতে কাশতে হয়ে যেত নীল।

বয়লারে আগুন দেওয়া–
প্রত্যহ রাত্রের শিফ্‌টে
পুরোদমে বারো ঘণ্টা কাজ।
ঘাড়ে ক'রে বস্তা বস্তা কয়লা বইত,
পুড়ে গেলে ফেলে আসত ছাই।

ঝুলকালি ভেদ ক'রে
আমাদের নিরুদ্ধ পিঞ্জরে
ক্বচিৎ কখনও যদি দেখা দিত
একফালি রোদ–

দৃষ্টি তার কী আগ্রহ মেটাত পিপাসা।
তার সে চাতক দৃষ্টি
চোখ বুঁজলে আজও দেখতে পাই।

যখন বসন্ত আসত
দূর থেকে
ভেসে আসত পাতার মর্মর।
ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়ে যেত
আকাশে বলাকা–

কী দুরন্ত পিপাসায়
সে হত কাতর!
চোখে তার আবেদন,

BANGLADARSHAN.COM

দুঃসহ বেদনা–
কী যে দুর্বিসহ সে বেদনা!

বসন্ত আবার যেন ফিরে আসে
আরেকটি বসন্ত যেন দেখে যেতে পারি–
এই তার করুণ মিনতি।

একদা বসন্ত এল
রূপ যেন ফেটে পড়ছে,
সঙ্গে সূর্য।
স্নিগ্ধ হাওয়া,
ফুটন্ত গোলাপ

মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ
বয়ে আনল
চাঁপার সৌরভ।
আমরা রইলাম তবু
যে তিমির সেই তিমিরেই
বুকে নিয়ে জগদ্দল পাথরের ভার।
হঠাৎ একদিন
জীবনের তাল গেল কেটে।

বয়লারে গোলমাল দেখা দিল
কী কারণে কিছুই জানি না।
প্রথমে ঘড়ঘড় শব্দ,
তারপর একেবারে চুপ।
হয়ত বা সেই ছোকরা
মরেছিল ব'লে।

অথবা আমারই ভুল
চেয়েছিল হয়ত সে
বয়লার!
আগুনে ইন্ধন দিক
পরিচিত হাত।

BANGLADARSHAN.COM

হলেও তা হতে পারে
জানিনা সঠিক।

মনে হল, ফোঁপাতে ফোঁপাতে
অস্ফুট কাতরস্বরে বলছিল বয়লার:
'কোথায়, কোথায় গেছে বলো সে ছেলেটি!'

সে ছেলেটি?
মারা গেছে।
বাইরে বাড়াও মুখ, দেখ–
বসন্ত এসেছে।
দূরে বহুদূরে
পাখিরা আকাশে উড়ছে
আর কোনোদিন
সে ছেলেটি এ দৃশ্য দেখবে না।

আমার কাজের সঙ্গীটিকে
মনে পড়ে
–কী ভালো যে ছিল সে ছেলেটি!
দোষ তার একটাই ছিল শুধু
কাশত।
কাশতে কাশতে হয়ে যেত নীল।

বয়লারে আগুন দেওয়া–
প্রত্যহ রাত্রের শিফ্‌টে
পুরোদমে বারো ঘণ্টা কাজ।
ঘাড়ে ক'রে বস্তা বস্তা কয়লা বইত
পুড়ে গেলে ফেলে আসত ছাই॥

BANGLADARSHAN.COM

রোমান্স

আজ
যে কবিতা
রচনা করার ইচ্ছা

তাতে
ছত্রে ছত্রে
থাকে যেন
একালের সুর–

স্পর্ধায়
যেমন ক'রে
দৈত্যকায় ডানা

ঝাঁট দেয়
এ পৃথিবী
মেরু থেকে মেরু

BANGLADARSHAN.COM

কেন লোকে খেদ করে?
অতীতের জরাজীর্ণ
স্বপ্নজাল নিয়ে
কেন ফেলে দীর্ঘশ্বাস এত?

নীল মহাশূন্যে গতিমুখর ইঞ্জিনে
আজকের রোমান্স,
আগে সে-গানের বোঝা ধ্রুবপদ
আশা ছেড়ো পরে।

সেই গান আনে
ইস্পাতের স্ববশ ডানার
দারুণ দৃঢ়তা
মানুষের প্রাণে।

অচিরকালের মধ্যে এই সব পাখি
ভূমিতে
ছড়াবে বীজ।

আকাশে বাতাসে তোলে প্রতিধ্বনি
পাখিদের গান
মানবমুক্তির নামে
জয়ধ্বনি দেয়।

পাখা মেলে হবে তারা পার
মহাসমুদ্রের নীল জল
গ্রীষ্মমণ্ডলের রাঙা মাটি
সবুজ জঙ্গম শস্য
চিরতুষারের শুভ্র দেশ।

ছোট ছোট গণ্ডী ভেঙে দিয়ে
পৃথিবীকে
আলিঙ্গনে বেঁধে
বিমানে গতির পাল্লা
জন্ম দিচ্ছে,
সস্নেহে লালন করছে, দেখ–

নতুন রোমান্স।

BANGLADARSHAN.COM

শেষ কথা

ভেঙেছে বাঁধ হৃদয়হীনতার ঢেউ–
লোকে বলছে,
রামরাবণের যুদ্ধ।
আমি যাচ্ছি।

জায়গা নেবে আর কেউ
কে গেল কে এল–সে নাম তুচ্ছ।

এই তো সহজ নিয়ম, এই তো বাস্তব
এক বুলেটে...
কৃমিকীটের খাদ্য
ছুটে আসব আবার,
প্রিয় ভাই সব,
বজ্রে যখন বাজবে ঝড়ের বাদ্য।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥